R. N. No. 2532/57 Phone No, RGG, 112 Regd. No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৯০ সাল
৯ই নভেম্বর, ১৯৮৩ সাল
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২ টাঃ, সডাক ১৪ টাঃ

আধিকারিক শূন্য মুর্শিদাবাদ স্বাস্থ্য দপ্তরে ডামাডোল অবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : সি, এম, ও, এইচ পদশূন্য মুরশিদাবাদ জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গীন দশায় বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘ এক বছরেরও উপর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের এই পদটি খালি পড়ে রয়েছে। বর্ত্তমানে বিশেষ সরকারী ক্ষমতাবলে বহরমপুর জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ওই পদটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন। কিন্তু একসঙ্গে দুটি পদে কাজ চালানো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরণের জটিলতা এবং অরাজকতা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মহাকরণে স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তাকে বার বার বার্ত্তা পাঠিয়েও কোনো ফল হয় নি। এ পর্যন্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের শূন্য পদটি পুরণ করা সম্ভবপর হয় নি। একটি বিশেষ সুত্র থেকে জানা গেছে, এ জেলায় ওই পদ নিয়ে কোনো অফিসারই আসতে না চাওয়ায় স্বাস্থ্যদপ্তর একটু বে-কায়দায় পড়েছেন। ডাক্তারদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শুধু স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদটিই নয়, মুরশিদাবাদে প্রায় ৪৫টি ডাক্তারের পদও শূন্য হয়ে রয়েছে। নার্স, জিডিএ, এবং অফিস ষ্টাফ মিলিয়ে প্রায় আড়াইশোরও বেশী পদ খালি। জেলার কোনো মহকুমা হাসপাতালেই রেডিওলজিষ্ট না থাকায় গোঁজামিল দিয়ে কাজকর্ম চালানো হচ্ছে। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে নেই যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও। ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে বছর চারেক আগে। কিন্তু সবটাই খাতা-কলমে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে খোলা ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত নেওয়া, দেওয়া বা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে আশংকাজনক রোগীদের জেলা সদরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কান্দী, জঙ্গিপুর এবং লালবাগ — এই তিনটি মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থা লালবাগের। জঙ্গিপুরে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকলেও যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁরা ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারছেন না। লোডসেডিং-এর বিকল্প আলোর কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনও সেখানে করা হয় নি। ১৮ হাজার টাকা দিয়ে একটি পুরানো জেনারেটরকে নতুন দেখিয়ে কেনা হয়েছিল জঙ্গিপুর হাসপাতালে কিন্তু সেটিকে ঠিকমত ১৮ দিনও চালানো যায় নি। ওই হাসপাতালের জনৈক মুখপাত্র জানান, জীবনদায়ী কয়েকটি ওষুধ সরবরাহ কমে যাওয়ায় নানাক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি খুব একটা গুরুতর নয়। কিছু কিছু ডাক্তারের সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারও অবসান ঘটায় হাসপাতাল পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া এখানে সাম্প্রতিক ডাক্তার ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট জটিলতার ছোঁয়া না পড়ায় স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রয়েছে এ নিয়ে ক্ষমতাসীন স্থানীয় নেতারাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রাথমিকের ভাগ্য 'লাল ফিতের ফাঁসে'

নিজস্ব সংবাদদাতা : বছর তিনেক আগে জেলা পরিষদ থেকে টাকা-পয়সা মঞ্জুর হলেও এ পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর ও খোজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটির গৃহ নির্মিত না হওয়ায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। বার বার পঞ্চায়েতের কাছে অনুরোধ উপরোধ করেও ফল না হওয়ায় অভিভাবক ও শিক্ষকেরা তিতি-বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন! বর্ত্তমানে একটি বিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে গাছতলায়, অন্যটি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের বারান্দায়। সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা খোজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির। ওই বিদ্যালয়টির গৃহ নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদ

জের ৪র্থ পৃষ্ঠায়

উপলাই বিলে ভাঙন

সাগরদিঘী : ৮নং বালিয়া অঞ্চলের রামনগর ও পিলকীর মধ্যবর্তী উপলাই নদীতে দিনের পর দিন পারাপার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। অথচ ইজারাদার কোন সুব্যবস্থা করছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ বিল পার হয়ে বালিয়া স্কুলে প্রাণ হাতে

জের ২য় পৃষ্ঠায়

জেলা গ্রন্থাগার এখনও বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলার বহরমপুরস্থিত জেলা গ্রন্থাগারটি এখনও খোলেনি। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ ওটি বন্ধ থাকায় কয়েকশো সদস্য বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছেন। বার বার আবেদন এবং স্মারকলিপি পেশ করলেও সরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগারটি খোলার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী ছায়া বেরাও এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। এর পর গড়িয়ে গেছে প্রায় ৬ মাস। স্বয়ং জেলা শাসক জেলা গ্রন্থাগাড়ের পদাধিকার বলে সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধেও জেলা গ্রন্থাগারটি চালুর ব্যাপারে নিস্ক্রীয়তার অভিযোগ উঠেছে। বন্ধ থাকলেও গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারীরা কিন্তু মাইনে-পত্তর পাচ্ছেন নিয়মিতভাবেই। কাজ না করে মাইনে পাওয়ায় কর্মীরাও গ্রন্থাগার খোলার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহান্বিত নন বলে কয়েকজন সদস্যের অভিযোগ।

পঞ্চায়েতে গম ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বোখরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬২ কুঃ সরকারী গম আত্মসাৎ ও নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। ১০ আগষ্ট ১২৮৫ / এস বি / ১১-৮৩ নং মেমো মূলে বিডিও'র দেওয়া

জের ২য় পৃষ্ঠায়

সর্ব্বোভ্যো দেবে মঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯০ সাল।

॥ ধর্মান্তরীকরণ ॥

কোনও ধর্ম মতের অনুরাগী হওয়া বা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। সে সাংবিধানিক অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহাতে হস্তক্ষেপ করা চলে না।

কিন্তু ধর্ম্মান্তরীকরণের পূর্বাপর তৎপরতা ভারতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই মহকুমার সাগরদীঘি থানাধীন বালিয়া অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মিশনারী তৎপরতা ক্রিয়াশীল। এই সম্পর্কে আমাদের পত্রিকায় ২৮শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রণিধানযোগ্য। উক্ত প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, বালিয়া অঞ্চলের আদিবাসীরা নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। সেখানে সেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় জমি হয়ত জলমগ্ন হয়, না হয়, খরায় ফুটিফাটা হইয়া পড়ে। শিক্ষারও নানা প্রকারের অসুবিধা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অনাদৃত, একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা ও রাজনীতি। রাস্তার চরম দৈন্যদশা ফলে শহরাঞ্চলের সহিত সহজ সংযোগ আছেই নাই। সড়ক উন্নত হইলে এই সব মানুষেরা রুজিরোজগারের নানা পথ পাইতেন। চিকিৎসা লাভের সুযোগও সহজ নহে। কাছে ভিতে হেলথ সেণ্টার নাই। দরিদ্র আদিবাসীরা গুরুতর পীড়িত হইলে খরচ করিয়া শহর হাসপাতালে আসিতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের থাকিতে হয়।

মিশনারীরা এই সুযোগই কাজে লাগাইতেছেন। ঐ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তাঁহারা রাশি রাশি টাকা ঢালিতেছেন বিভিন্ন কাজে। আদিবাসীদের হাতের কাজ শিখাইয়া রুজির ব্যবস্থা করা হইতেছে। আরও বিবিধ প্রলোভনের মাধ্যমে তাঁহাদের দারিদ্র্যের সুযোগকে কাজে লাগাম হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। স্বভাবতই ধর্মান্তরীকরণের কাজ সহজ হইতেছে।

কিন্তু এই প্রকারের ধর্মান্তরের ফল যে শুভ নহে, তাহা সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। সেচ, সড়ক শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে আদিবাসীদের এই অঞ্চলে যদি দৃষ্টি দেওয়া যাইত, তবে পুর্বপুরুষদের ধর্ম্ম মতকে এমন ভাবে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। তপশীল জাতি, উপজাতি, পার্ব্বত্য জাতি প্রভৃতিদের কিছু কিছু সরকারী সুযোগ দেওয়া আছে সত্য। কিন্তু বসত অঞ্চলের অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দিলে এবং জীবিকার্জনের সুযোগ পাইলে সম্ভবতঃ নিজ ধর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিবেন না। এই সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

মনি সেন

ঋতু বদলের সঙ্গে প্রকৃতির বুকেও পালা বদল চলেছে। 'ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ সোনাঢালা রোদ্দুরে' শেফালীর সৌরভে আমোদিত আকাশ-বাতাসের রং এখন বদলেছে। বাঙালীর শারদীয় উৎসবের পর শুভ্র শরৎ পুর্ণিমায় জ্যোৎস্নায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এসেছে শ্যামাপূজা দীপান্বিতা উৎসব। উৎসবের রথের চাকা এভাবে ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুর্ণ গতিতে এগিয়ে চলবে। এনিয়ে চলাইতো জগতের ধর্ম্ম। চরৈবেতি।

বাংলার প্রাণ প্রাচুর্য উৎসবের মধ্যেই যেন নিহিত। তবে অতীতের উৎসবের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। বাঙালীর চিত্ত ছিল প্রাণশক্তিতে পরিপুর্ণ। রূপসী বাঙলার সেই বাতাবরণ আর নাই। বাঙালীর অর্থ নিতির দৈন্য, অভাব ও দারিদ্র্য উৎসব জীবনকে ক্রমশই নিরানন্দ ও অনুজ্জ্বল করে তুলছে তবুও বাংলাদেশে বারো মাসে তের পার্বন। এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশেও বাঙালীর উৎসব মুখরতা একেবারে নির্বাপিত হয়ে যায়নি। এটা বড় আনন্দের কথা। এখানেই বাঙালী জীবন—দর্শনের বিশেষত্ব।

—•—

পঞ্চায়েতে গম ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার জের)

নির্দ্দেশে সাগরদীঘির সরকারী গুদাম থেকে ওই গম তোলেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধান সেরাজুল হক। জাতীয় গ্রামীন কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পে ওই গমের সম পরিমাণ টাকাও পঞ্চায়েতে মজুত ছিল। অভিযোগ, গম এবং টাকায় কোনো কিছু কাজ না করিয়েই নাকি বার-তার নামে খরচ দেখিয়ে একটি হিসেব প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে একজন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ব্লক অফিসের দু'জন অফিসারের বিরুদ্ধেও। গ্রামবাসীরা এ নিয়ে তদন্তের দাবী তুলেছেন।

উপলাই বিলে ভাঙ্গন

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

নিয়ে পড়তে আসে। পিলকি, চামুণ্ডা, রামনগর, গোপালপুর, বিষ্ণুডাঙ্গা গ্রামের জনগণ এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। বালিয়া উপলাই বিলে প্রচণ্ড জলের বেগে রাস্তার মাটি ধ্বসে পড়ছে। ফলে মোটর গাড়ী, গরু বা ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জন প্রতি দশ পয়সা আদায় করেও ঘাট মেরামতি হয়না। কারণ নাকি ঐ অংশটুকু সরকারী রাস্তা। অথচ গ্রামবাসীরা জানে ঘাটের অংশ কাবিলপুর, বালিয়া ইত্যাদি গ্রামের জনগণের অসুবিধার কথা ইজারাদার, প্রধান সকলেই জানেন। এখন গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ঘাটটি মেরামতের দায়িত্ব কার?

—•—

খেলার খবর

মির্জাপুর : ৩০ নভেম্বর '৮৩ ব্লক যুবকরণ ও মির্জাপুর পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় যুক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন এর অনুমোদিত ক্লাবগুলোর মধ্যে এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতাই ব্লকের ৬টি দল অংশ গ্রহণ করে।

নবভারত স্পোটিং ক্লাব ও নূতনগঞ্জ বিবাদি ক্লাব যুগ্ম বিজয়ী ঘোষিত হয়। খেলা নবভারত স্পোটিং ক্লাবের ৺ গৌড়চন্দ্র স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

—•—

সেই পোষ্টমাষ্টারদের এখনও খোঁজ মেলেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় ৪০ হাজার টাকা তছরূপ করে মাস কয়েক আগে পালিয়ে যাওয়ার দায়ে অভিযুক্ত ধনপৎগঞ্জ গ্রামীন ডাক ঘরের সেই পোষ্টমাষ্টারের এ পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি। সন্ধান মেলেনি দয়ারামপুর ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার সুখেন্দু দাসেরও। দুটি ঘটনার কথাই পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তিদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ডাকবিভাগ থেকেও এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। ডাকবিভাগের স্থানীয় কর্মীদের একাংশের সন্দেহ ধনপৎগঞ্জের পোষ্টমাষ্টারকে ধরার ব্যাপারে সাগরদীঘি থানার পুলিশ নাকি তৎপর নয়। অভিযোগ, থানাকে হাত করেই তিনি কয়েকমাস ধরে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন।

—•—

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakings for the following work. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for the work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/ (Rupees Twenty) only extra for the work either by I. P. O, payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD,' payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 8, 11, 83 to 28, 11, 83 from 9,00 to 12,00 hours and 14,30 to 16,00 hours. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Esti mated cost	Amt. of EMD / cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Construction of drainage, culvert at Right Bank Inspection Road including associated road & open drains. NIT No. FS : 42 : CS : 703/T-85/83	Rs. 8,30 Lakhs	Rs. 16,600/- / Rs. 100/-	Five Months	29, 11, 83 at 11 AM

TERMS & CONDITIONS :

1, Proof of registration, latest tax clearence certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the tenders.

2, Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.

3, Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained, Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper, Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD, All the tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form, 'Earnest Money .... enclosed' should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper failing which the tender (s) may not be opened and will be returned to the tenderer (s),

Deputy Manager (Contracts)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
P, O, Nabarun, Dist, Murshidabad, (W, B,)

সাঁতার প্রতিযোগিতা

অরঙ্গাবাদ : গত ২৩ অক্টোবর নিমতিতা রুদ্র সংঘের পরিচালনায় ফরাক্কা এল, সি. টি ঘাট থেকে নিমতিতা বি, এস, এফ ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ২৮ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় সঞ্জীব সরকার (কাশিমবাজার ইয়ংমেন সুইমিং এসোঃ) প্রথম, মিলন ভৌমিক (জিয়াগঞ্জ অমর ক্লাব) দ্বিতীয় এবং তারাপদ মণ্ডল (জিয়াগঞ্জ যুবক সাঁতার সংস্থা) তৃতীয় স্থান লাভ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বি. এস, এফ এর এ্যাসিঃ কমাণ্ডার ডি, বি, চ্যাটার্জী।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT.

CORRIGENDUM

NOTICE INVITING TENDER FOR VENTILATION SYSTEM

N. I. T. No. FS : 42 : CS : 199/T-70/83

Open tender was invited for the work "Ventilation system for stack of Chimney at alant site of F. S. T. P. P." as per above N. I.T. The job includes supply of Annulus Pressurisation and Ventilation system such as Fan with Motor, Filters, Ducting, Inlet & Outlet Dampers etc. The date of sale of tender documents is extended upto 19, 11, 83 and the tender will be received latest by 11-00 A. M. on 21, 11, 83 & will be opened immediately thereafter. All other terms & conditions will remain unalter.

Deputy Manager (Contracts)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O, Nabarun, Dist, Murshidabad (W, B.)

লাল ফিতের ফাঁস—১ম পৃষ্ঠার জের

৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন প্রায় ৩ বছর আগে। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিকে বিদ্যালয় গৃহটি নির্মাণের জন্য নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এই নির্মাণকার্য্যে হাত দেওয়া হয়নি। শিক্ষক এবং অভিভাবকরা বার বার বিগত পঞ্চায়েতের কর্মকর্ত্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সফল হন নি। বর্ত্তমানে একটি গাছতলায় বিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে। ফলে অধিকাংশ দিনই নানা অসুবিধার কারণে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। মির্জাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই বিদ্যালয় গৃহটি নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদ ১৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান নির্মল মুনিয়া নিজের গ্রামের বিদ্যালয়টিকে ভাল করে গড়তে পুরোনো বিদ্যালয় গৃহের সামগ্রীসমূহ নীলামে বিক্রি করে দেন প্রায় ১৪ হাজার টাকায়। নিয়মমত সে টাকা স্কুলবোর্ডে জমা দেন তিনি। কিন্তু এ পর্যন্ত স্কুলবোর্ড সেই জমা টাকা স্কুলকে ফিরিয়ে না দেওয়ায় মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্কুলবোর্ডের কাছে বার বার তাগিদ দিয়েও কাজ হয় নি। জমা টাকা ফেরৎ পাননি বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়য়ের ক্লাস বসছে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের বারান্দায়। ফলে অচলাবস্থা [illegible] ক্ষেত্রে।

অভিযোগ, লাল ফিতের ফাঁসে আটকা পড়েই এমন অবস্থা। জানা গেছে খোজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্ম্মাণের দায়দায়িত্ব রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের উপর। ব্লক কর্ত্তৃপক্ষ তৎপর হলেই কাজ শুরু হতে পারে। ঘটনাটি বিডিও'র দৃষ্টিতেও আনা হয়েছে।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪ নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর : ঘোড়শালা : মুর্শিদাবাদ

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকানে সেলস্ কাউন্টারের জন্য মেয়ে প্রয়োজন। নূনতম যোগ্যতা এস, এফ। বেতনে অতিরিক্ত খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আছে।

মেসার্স

নিউ লাইফ হোমিও ক্লিনিক

প্রোঃ শ্রীভাগচাঁদ জৈন

জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

শ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য্য

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অমৃতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।